নাটক নয়

কিরণ মৈত্র



জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিঃ ৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ্চ ১৯৫৮

প্রকাশনায়
ইলা মৈত্র
৯৮ দেশবন্ধু রোড (পূর্ব্ব)
কলিকাতা ৩৫

প্রচ্ছদপট
সজল রায়।

মুদ্রক
কানাইলাল ঘোষ
বিহার-বেঙ্গল প্রেস
৭১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দাম—১·২৫

আমার কথা

সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশ বেশ খানিকটা নাটক-পাগল হয়ে উঠেছে। অভাবের ফলেই হোক, স্বভাব গুণেই হোক চারদিকে নাটক অভিনীত হচ্ছে। নতুন নতুন নাটক লেখা হচ্ছে। ছাপাও যে হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু 'স্যাটায়ার' বা প্রমথ বিশী মহাশয় যাকে বলেছেন 'বিরস নাটক' তা এক রকম নেই বল্লেই হয়। কিন্তু এ ধরণের নাটক লোকে দেখতে চায়। পেলে সৌখীন সংঘেরা অভিনয়ও করেন। সেই ভরসায় নাটকটী ছাপাতে সাহস করলুম। অভাব মেটাতে নয়। অভাবের কথা মনে করিয়ে দিতে। নাটকটায় কি আছে নিজের কথায় না বলে 'শ্রীনাট্যসংঘম' বলে একটী নাট্য প্রতিষ্ঠান (যাঁরা এই নাটকটি প্রথম অভিনয় করেছিলেন) তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রামে 'নাটক সম্পর্কে' যা লিখেছিলেন তা তুলে দিলুম। "গতানুগতিক নাটক বলতে যা বোঝা যায় তা এ নয়। এতে ঝকঝকে পোষাক নেই। তকতকে সেট্-সেটিংএর বালাই নেই। নেই সস্তা হাসির খোরাক। আজ চারদিকে যা বা যাদের দেখা যাচ্ছে তা বা তারাই এ নাটকের মশলা জুগিয়েছে। তাই এ নাটকের কাউকেই আমাদের অচেনা লাগে না।" এটা অবশ্য তাদের কথা। আমার নয়। যারা অভিনয় করবেন, দেখবেন বা পড়বেন, তারাই বিচার করবেন। শ্রী নাট্যসংঘমের পরে "অভ্যুদয়" থেকে এ নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে। এবং শিল্পীদের অসামাণ্য অভিনয় নৈপুণ্যের জোরে হাজার হাজার দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ। তাই এ সম্পর্কে বেশী কিছু বলা নিজের ঢাক নিজের কাঁধে নিয়ে বাজানোর মত হয়ে যাবে। পরে অবশ্য অনেক সম্প্রদায় যেমন অশনিচক্র, জিজ্ঞাসা, তঙুক, ইউনিভারসিটির ছাত্ররা নাটকটি বহুবার অভিনয় করেছেন। প্রথমে

নাটকটির নাম ছিল "নাটক নয়''। পরে যখন দেখা গেল একই নামে আরও দুটী নাটক আছে, তখন নাম পালটে রেখেছিলুম 'স্বপ্ন হলেও সত্য"। যতদুর জানি শেষের নাটক দুটী ছাপানো হয় নি। তাই প্রথম নামেই নাটকটা ছাপালুম।

এই নাটকের প্রতি দৃশ্যে ঘর বদল হচ্ছে বলেই প্রতিবারে সেট পালটাবার দরকার নেই। কারণ আসলে অনিমেষের ঘরেই ঘটনা (!) টা ঘটছে। 'অভ্যুদয়' থেকে প্রতিবারই কালো পর্দার ওপরে অভিনয় করা হয়েছে। অবশ্য সাধ্যে কুলোলে একটা সেট ব্যবহার করা যেতে পারে। খালি দরকার মত ঘরের আসবাব পত্র গুলো একটু সাজিয়ে নিলেই হলো।

নাটকটী স্ত্রী ভূমিকা বর্জ্জিত। তবে কোন কোন সম্প্রদায় শিল্পীর ভূমিকাটী মহিলা-শিল্পীদের দ্বারা অভিনয় করিয়েছেন। তাতে আমার আপত্তি নেই।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতি শিল্পীকে যথাসম্ভব 'সিরিয়াস' হয়ে অভিনয় করতে বলব। নিছক অঙ্গভঙ্গী বাদ দিয়ে সংলাপ বলবার চাতুর্য্যটাকে কাজে লাগালে শিল্পীরা সুফল পাবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা সৌখীন সম্প্রদায়গুলিকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে নাটক কিনলে নাটক পড়বার অধিকার জন্মায়। অভিনয় করার নয়। তাই নাটক অভিনয় করবার আগে নাটকের স্বত্বাধিকারীর অনুমতি নেবার একটা রেওয়াজ গড়ে তোলা দরকার। তাই যে সব সম্প্রদায় নাটকটা অভিনয় করবেন তাঁদের 'অভ্যুদয়' সম্পাদকের বা নাট্যকার সংঘের (৩০২ আপার সার্কুলার রোড-৯) কাছ থেকে অনুমতি নেবার অনুরোধ করব। অনুমতি নিতে গেলেই যে আর্থিক দায়ে পড়তে হবে এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই। বরং নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে অভ্যুদয়ের বা নাট্যকারের বা নাট্যকার সংঘের সর্বাঙ্গীন সাহায্য অনায়াসেই পাওয়া যাবে। ওদিকে নাট্যকার বা সংঘগুলি তার সদস্য-সভ্যদের নাটকগুলি কোথায় বা কি ভাবে প্রযোজিত হচ্ছে তার একটা হদিশ পেতে পারবেন।

নাটকটী নাট্যকার শ্রী দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি এই কারনে যে তিনিই এই নাটকটীর মাধ্যমে কলিকাতার নাট্যরসিকদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন।

সবশেষে আমার কৃতজ্ঞতা বন্ধুবর নাট্যকার শ্রীসুনীল দত্তের কাছে যার একান্ত আগ্রহেই নাটকটা ছাপানো সম্ভব হলো।

বলে রাখা ভালো, এ নাটকের সবটাই কল্পনা। কাউকে কোন ভাবে আঘাত দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য আমার নেই।

অভ্যুদয়
১৮ দেশবন্ধু রোড (পূর্ব্ব)
কলিকাতা-৩৫

শ্রীকিরণ মৈত্র

এই লেখকের অন্যান্য নাটক

বারো ঘণ্টা

। প্রকাশের অপেক্ষায় ।

সংকেত

বুদ্বুদ ('একাঙ্ক নাটক সংকলন' এ সংকলিত)

ছুটো টাকা

উৎসর্গ :—

নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় কে—

বিভিন্ন অভিনয়ে "অভ্যুদয়ের" যে যে শিল্পীরা অংশ গ্রহন করেছিলেন।

নাট্যকার	:	বিমলরায়।
বাড়ীওয়ালা	:	হিরণ মৈত্র।
রাজনীতিক	:	বরুণ মৈত্র।
ডাইরেকটার	:	অরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত গৌতম, শম্ভূ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক	:	ভোলানাথ বাগচী, বিশ্বভূষণ লাহিড়ী, অমর বন্দোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী।
ব্যবসায়ী	:	তারক ঘোষ, তমাল লাহিড়ী।
অজয়	:	গোবিন্দ মৈত্র, দীপক চৌধুরী।
রিপোর্টার	:	তারক ঘোষ, শ্যামল লাহিড়ী।
শ্বেতবাদী	:	কুসুম বাগচী, বিশ্বভূষন লাহিড়ী।
লালবাদী	:	(উগ্রপন্থী) পবিত্র চক্রবর্ত্তী।
লালবাদী	:	(নরমপন্থী) নারায়ণ লাহিড়ী।
ব্রজদেশীয়	:	পঞ্চানন বিশ্বাস, তমাল লাহিড়ী।
ভজদেশীয়	:	জয়দেব রক্ষিত।
ভাড়াপ্রার্থী	:	শ্যামল লাহিড়ী, রমনী ভট্টাচার্য্য।
কবি	:	কিরণ মৈত্র।
শিল্পী	:	অনিল চ্যাটার্জ্জি, পবিত্র চক্রবর্ত্তী।
নিবারণ	:	সন্তোষ হাজরা, মনোরঞ্জন সোম।
সদাশিব	:	পরিমল রায়, রতন ঘোষ।
ইনসপেক্টার	:	বিজলী লাহিড়ী, মৃণাল ঘোষ।

প্রথম দৃশ্য

পট উঠ্‌লে দেখা যাবে জনৈক ভদ্রলোক কাগজ পড়ছেন মুখ ঢেকে। দর্শকের দিকে তার একটা তোলা পা অনবরত নড়ছে। ঘরের এককোণে ছোট চৌকি। দুটো ভাঙ্গা চেয়ার। কিছু ছবি দেওয়ালে। দর্শকদের মধ্যে গোলমাল শোনা যাবে। তাতে বোঝা যাবে কেউ যেন দশ নম্বর বাড়ী খুঁজছেন। আর দর্শকরা 'দেখছেন না থিয়েটার হচ্ছে' 'গোলমাল করবেন না' ইত্যাদি বলছেন। ষ্টেজের ওপরের ভদ্রলোক গোলমাল শুনে বিরক্ত হয়ে কাগজটা মুখ থেকে নামালেন। বয়স ৫০।৫৫-র কাছাকাছি। খোঁচা, খোঁচা দাড়ি, বিরাট একটা গোঁফ। ভাঙ্গা চশমাটা নাকের ডগায় নামানো। এক হাতে হুঁকো। কাপড়টা হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা। ইনি এইবার উঠে এলেন।

বাড়ীওয়ালা। আঃ কি হয়েছে মশাই? অত চেঁচাচ্ছেন কেন? কি চাই আপনার? দশ নম্বর বাড়ী? হাঁ এইটাই দশ নম্বর বাড়ী। আর আমিই এর একমাত্র মালিক শ্রীভোম্বল দাস ভড়! আসুন, উঠে আসুন। (একজন রোগা আদ্দির জামা পরা ফিনফিনে বাবু ষ্টেজে উঠে এলেন। বয়স ২৯।৩০, বোকা বোকা, পড়ি পড়ি ভাব। পরিচয়ে বোঝা যাবে ইনি একজন নাট্যকার।)

নাট্যকার। এটাই কি দশ নম্বর বাড়ী!

বাড়ীওয়ালা। আজ্ঞে হাঁ। আমিই এর একমাত্র মালিক। (বাড়ীওয়ালা আবার আগের মত গিয়ে বসে কাগজটা মুখে তুলে নিলেন।) কি চাই আপনার? ঘরভাড়া! ঘরভাড়া নেই।

নাট্যকার। আমি, আমি মানে তো ঘর ভাড়া চাই না।

বাড়ীওয়ালা। ঘরভাড়া চান না? তাহলে আমার কাছে কেন?

নাট্যকার। আমি ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছি।

বাড়ীওয়ালা। ভঙ্গ দেশ দেখতে এসেছেন তো বাঘদা ষ্টেশনে যান। সেখানে রঙ্গদেশ থেকে লাখে লাখে লোক আসছে আর খাবি খাচ্ছে। আপনিও খাবি খেতে চান তো—

নাট্যকার। আমি স্বর্ণ ভঙ্গদেশ দেখতে এসেছি।

বাড়ীওয়ালা। ভঙ্গদেশের গা থেকে স্বর্ণ খসে পড়ে এখন রাংতা উঠ্‌ছে। কোত্থেকে আসছেন।

নাট্যকার। স্বর্গ থেকে।

বাড়ীওয়ালা। নেশা করেন বুঝি?

নাট্যকার। আজ্ঞে হাঁ।

বাড়ীওয়ালা। কিসের? গাঁজা আফিং, চরষ! তা ভালোই। এতে কর্ত্তাদের উপকারই হয়। লোকে ঘুমিয়েও থাকে। আর তাদের তহবিলে দুটো পয়সাও আসে। আফিং ধরেছি। গাঁজাও ধরবো। বলা যায় না সর্ব্ব নেশায় সিদ্ধিলাভ করলে 'সর্ব্ব নেশা বিভূষণ' কিংবা 'নেশারত্ন' খেতাব মিলে যেতে পারে।

নাট্যকার। আজ্ঞে গাঁজার নয়, নাটক লেখার!

বাড়ীওয়ালা। সর্ব্বনাশ! আপনি লেখেন নাকি? সরে পড়ুন, সরে পড়ুন মশাই আমাকে আর বিপদে ফেলবেন না।

নাট্যকার। বিপদ আবার কিসের?

বাড়ীওয়ালা। আরে মশাই, আপনি কোনকালেই ভাড়া দিতে পারবেন না।

নাট্যকার। বললাম যে বাড়ীভাড়া আমি চাই না।

বাড়ীওয়ালা। ও....হাঁ...তা কি নাটক লেখা হচ্ছে।

নাট্যকার। এখনও লিখি নি, লিখবো ভঙ্গ দেশ দেখে।

বাড়ীওয়ালা। তা নাটকের নাম !

নাট্যকার। আজ্ঞে 'নাটক নয়'।

বাড়ীওয়ালা। তবে যে বললেন নাটক লিখছেন !

নাট্যকার। আজ্ঞে নাটকের নামই 'নাটক নয়'।

বাড়ীওয়ালা। তা মশাই আপনার নাটকে বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে কিছু থাকবে তো ?

নাট্যকার। আজ্ঞে তা বলতে পারি না। থাকতেও পারে।

বাড়ীওয়ালা। (খেঁকিয়ে) থাকতেও পারে মানে ? আলবাৎ থাকবে। আমাদের বাড়ীতেই আপনারা থাকবেন আর আমাদের সম্বন্ধে কিছু থাকবে না !

নাট্যকার। (ভয়ে) আচ্ছা তাহলে—

বাড়ীওয়ালা। হঁা লিখবেন ! আমাদের কথা লিখবেন। আরে মশাই এই ভাড়াটেগুলোর জ্বালায় টেঁকবার উপায় নেই। যত টাকা ভাড়া চান দেবো বলে ভাড়া নেবে, তারপর দুটো মাস যেতে না যেতেই রেণ্ট কন্ট্রোলার দেখাবে। যদি বলি, না পোষায় উঠে যান, ব্যস, যাও দিচ্ছিল তাও বন্ধ করে দিয়ে কোর্ট দেখিয়ে দেবে।

নাট্যকার। (ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায়) আজ্ঞে, এটাই তো দশ নম্বর বাড়ী। না অন্য কোন····

বাড়ীওয়ালা। আজ্ঞে না। এটাই দশ নম্বর বাড়ী। আগে আট ছিল, এখন দশ হ'য়েছে, পরে বারোও হ'য়ে যেতে পারে। কর্পোরেশনের ব্যাপার। বাড়ীর নম্বর থেকে হিসেব পর্য্যন্ত কিছুরই ঠিক নেই।

নাট্যকার। (স্বস্তির সঙ্গে) ঠিকই হয়েছে। এই বাড়ীর কথাই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।

বাড়ীওয়ালা। তিনি আবার কে ?

নাট্যকার। তিনি, মানে যিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীটাকে দেখেন। স্বর্গেতে একটা প্লে হবে কিনা—ভঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে আমি সেই নাটক লিখবো। আচ্ছা আপনার পাশের ঘরে কে থাকেন ?

বাড়ীওয়ালা। (গর্ব্বের সঙ্গে) অপচয় নিবারণী দপ্তরের ডাইরেক্টার মিঃ ডুনডুভি ভাট্, কে, টি, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি, লণ্ডন। একশ টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার। তার পাশের ঘরে।

বাড়ীওয়ালা। বিশ্বসঙ্কট পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দাড়িম্বর ধাড়া। দেড়শ টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার। তার পাশের ঘরে ?

বাড়ীওয়ালা। (আগের সুরে) প্রসিদ্ধ রাজনীতিক শ্রীথরহরি দাস। দুশো টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার। তার পাশের ঘরে ?

বাড়ীওয়ালা। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীধনুঃষ্টঙ্কার ধার্ম্মিক। তিনশো টাকা ভাড়া দেন।

নাট্যকার। তাহলে তাঁরা ঠিকই বলেছেন, আপনার এখানে এলে গোটা ভঙ্গ দেশকে দেখতে পাবো। বসতে পারি ?

বাড়ীওয়ালা। বসতে পারেন। তবে ঘন্টায় এক টাকা করে সিটরেণ্ট দিতে হবে। রাজী ?

নাট্যকার। আজ্ঞে হাঁ।

বাড়ীওয়ালা। বসুন। উহুঃ চেয়ারে নয়, চেয়ারে বসলে এক টাকা চার আনা। মাটীতে বসুন।

[নাট্যকার মাটীতে বসল। জনৈক ভদ্রলোক ঢুকলেন। দেখলে

ছা' পোষা মানুষ বলে বোধ হয়। বগলে একটা ছাতি। বাড়ী-ওয়ালা তাকে দেখে তাড়াতাড়ি কাগজে মন দিলেন]

ভাড়াপ্রার্থী। শুনছেন স্যার ?

[বাড়ীওয়ালা একবার মুখ তুলে আবার কাগজ পড়তে লাগলেন।]

শুনছেন স্যার !

বাড়ীওয়ালা। বললেই যে শুনতে হবে তার কোন মানে নেই। বলে যান শোনবার দরকার হলে শুনবো।

ভাড়াপ্রার্থী। কিন্তু আমার কথা না শুনলে বলবার মানে কি ?

বাড়ীওয়ালা। বলেছি তো ? বললেই যে শুনতে হবে তার কোন মানে নেই। তাহলে দেশের নেতারা এত কথা বলতেন না।

ভাড়াপ্রার্থী। কিন্তু আমার কথাটা শুনতেই হবে। এ আমার জীবনমরণ প্রশ্নের কথা।

বাড়ীওয়ালা। মহাশয়ের চাই কি ?

ভাড়াপ্রার্থী। আজ্ঞে বাড়ী ভাড়া।

বাড়ীওয়ালা। (হুঙ্কার ছেড়ে) কি বললেন ? বাড়ীভাড়া ! আজব সহরে বাড়ীভাড়া ? বলি কবে টিকিট কেটে বাঘদা ষ্টেশনে নেমেছেন ?

ভাড়াপ্রার্থী। আজ্ঞে তা প্রায় অনেক বছর হলো। তবে স্যার টিকিট কেটে আসি নি। এদেশের রেলে চড়তে টিকিট কাটতে হয় না।

বাড়ীওয়ালা। কোথায় থাকা হয় ?

ভাড়াপ্রার্থী। রিফিউজি ক্যাম্পে।

নাট্যকার। (লাফিয়ে উঠে) রিফিউজি। রিফিউজি মানে ?

বাড়ীওয়ালা। (ভেংচে) রিফিউজি মানে ? রিফিউজি মানে যাদের এককালে মানুষ মনে করা হতো এখন হয় না, বুঝেছেন ? বসুন।

নাট্যকার। (হতাশ ভাবে বসে পড়ে) ওঃ।

বাড়ীওয়ালা। আপনি রিফিউজি ? তা কোন শ্রেণীর ? এক শ্রেণীর যারা পার্টিশানের আগে এসেছেন, আর এক শ্রেণীর যারা পরে এসেছেন।

ভাড়াপ্রার্থী। (দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে) আজ্ঞে, সত্যি কথা বলতে কি আমি হলাম প্রথম শ্রেণীর। তা হলে কি হয় বলুন ? সার্টিফিকেট আছে। তার জোরে টাকাও পেয়েছি আর ক্যাম্পে থাকবার জায়গাও পেয়েছি। তবে স্যার সার্টিফিকেট বার করতে রীতিমত····খরচ হোয়েছে। হে-হে-হে-হে····

বাড়ীওয়ালা। কিন্তু আমার এখন ঘর খালি নেই। দেখছেন না লেখা আছে, ঘর খালি নাই !

ভাড়াপ্রার্থী। এই জন্যেই তো স্যার আরও ভরষায় এসেছি। যে অফিসে 'নো ভেকেন্সি' টাঙ্গানো থাকে সেইখানে চাকরী খালি থাকে বেশী, খালি একটু জোর তদ্বির আর কিছু দক্ষিণা—

বাড়ীওয়ালা। দেখুন, আজব সহরে বাঘের মাথা কিনতে চাইলে পাবেন কিন্তু বাড়ীভাড়া পাবেন না।

ভাড়াপ্রার্থী। ভেবে দেখুন চাইছি আমি কাঁচকলা আর আপনি পাকা কলা দিলে কি হবে বলুন ?

বাড়ীওয়ালা। না হয় বেরিয়ে যান।

ভাড়াপ্রার্থী। (অসহায় সুরে) তাহলে বাড়ীভাড়া পাবো না, যেমন তেমন একখানা ঘর।

বাড়ীওয়ালা। (রেগে) আজ্ঞে না। আজ বলছেন যেমন তেমন একখানা ঘর। কাল বাড়ীভাড়া নিয়ে বলবেন এখানটা, ওখানটা একটু সারান, পরশু বলবেন বড্ড বেশী ভাড়া, একটু ভাড়া কমান, তরশু দিন বলবেন····

ভাড়াপ্রার্থী। (মরিয়া ভাবে) তরশুদিন আমি কিছু বলবো না স্যার।

বাড়ীওয়ালা। আলবাৎ বলবেন। আমার দেড়শো ভাড়াটে আছে, আমি জানি না কে কি বলে। আর আমায় শেখাতে হবে না, যান।

ভাড়াপ্রার্থী। তাহলে ভাড়া পাব না।

বাড়ীওয়ালা। আজ্ঞে না।

ভাড়াপ্রার্থী। পেলে বড় ভালো হতো। ক্যাম্পের একখানা ঘরে আর কুলোচ্ছে না। বছর বছর বেড়েই যাচ্ছে কিনা? হে-হে-হে-হে···· তাহলে পাবো না। এঁ্যা···আচ্ছা যাই····

[প্রস্থানোদ্যত হলো]

বাড়ীওয়ালা। হুম্, বলি কতজন থাকা হবে!

ভাড়াপ্রার্থী। আজ্ঞে বেশী না। খুব সামান্য। মাত্র একুশ জন। মা, দুটো বৌ, তিনটে বিধবা বোন, চারটে শালী, পাঁচটা মেয়ে, ছটা····

বাড়ীওয়ালা। (স্তম্ভিত সুরে) এ্যাঃ একুশ জন! বলি, একখানা ঘরে এতজন থাকবেন কি করে মশাই?

ভাড়াপ্রার্থী। সে আপনি ভাববেন না। আমি ম্যানেজ করে নোব। খাটিয়ার ওপর খাটিয়া চাপিয়ে দোতলা কি তিনতলা করে নেব, আর যদি দরকার হয়, মাঝখানে একটা কাপড় টাঙিয়ে নেব।

বাড়ীওয়ালা। হুম্। একুশ জন! এক একজনের ভাড়া তিন টাকা করে তাহলে তিন একুশে তেষট্টি। পাঁচ টাকা লাইট পিছু, চার টাকা পায়খানার জন্যে, তিন টাকা জলের জন্যে····

ভাড়াপ্রার্থী। (চোখ কপালে তুলে) এঁ্যাঃ····

বাড়ীওয়ালা। আজ্ঞে হাঁ। তারপর ছাদ দিয়ে জল গড়াতে পারে, চাই কি কোনদিন মাথায় ভেঙ্গেও পড়তে পারে। সে কথা কিন্তু আগেই বলে রাখছি। পরে যে দোষ দেবেন সেটা চলবে না।

ভাড়াপ্রার্থী। ভেবে দেখুন মাইনে পাই ৫১৲ টাকা। তার থেকে যদি—

বাড়ীওয়ালা। পারবেন না। ব্যস, তাহ্‌লে চলে যান। আহা, ওদিকে নয়, ওটা ভেতরে যাবার রাস্তা। হঁ্যা, এই ধার দিয়ে…

(ভাড়াপ্রার্থী চলে যেতে নাট্যকার বলে উঠ্‌ল)

নাট্যকার। একখানা ঘর ! এতটাকা ভাড়া !

বাড়ীওয়ালা। তবু তো একশ টাকা সেলামী আর তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে সে কথা বলি নি। হে, হে….হে….হে।

নাট্যকার। এত টাকা ভাড়া ! তাও আবার তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে ?

বাড়ীওয়ালা। আজ্ঞে….হে…হে…আরে মশাই, শুধু জমি দেখিয়ে আর এ্যাডভান্স নিয়ে তিন তিনখানা বাড়ী আজব সহরে করে ফেললাম আর আপনি বলছেন কিনা…(রঙ্গ দেশীয় ও অন্যজন ভঙ্গ দেশীয় যুবকের ব্যস্তভাবে প্রবেশ।)

ভঙ্গদেশীয়। আপনার ঘর আছে ভাড়া দেবার মত ?

বাড়ীওয়ালা। আছে অনেকগুলিই তবে আপাততঃ একখানা ঘর ভাড়া দিতে পারি।

রঙ্গদেশীয়। তবে ঘরভাড়াটা আমারেই দ্যান। আমি রঙ্গ দেশ হইতে আইসি, রিফিউজি !

ভঙ্গদেশীয়। রিফিউজি ! রিফিউজি তো রিফিউজি ক্যাম্পে যান না ! আপনাদের জন্য খরচ করতে করতে কর্ত্তারা তো দেউলে পিটে গেল।

রঙ্গদেশীয়। কর্ত্তারা দেউলে হইতাসে আর আমরা কি রাজা হইসি শুনি ? রাজা হইয়াসে তারা যাগো হাত দিয়া টাকা আমাগো হাতে আসে, বোস্‌সেন। পাঁচশ টাহা পাইবার হইলে পাই একশ। চারশ টাহা তাগোই দিতে হয়।

ভঙ্গদেশীয়। আরে রেখে দিন মশাই যত সব মিথ্যে কথা। আপনাদের

জন্যে তো একটা চাকরী পাবার উপায় নেই। ঘরভাড়া নেব তাও জ্বালাতন! যত সব! (বাড়ীওয়ালার প্রতি) বুঝলেন মশাই আমি হলাম ভঙ্গ দেশের লোক। বাড়ীভাড়া আমাকেই দেওয়া উচিত।

রঙ্গদেশীয়। ক্যান! আমরা হইলাম রঙ্গ দ্যাশের লোক। বাড়ী ঘরদোর ছাইড়া আইসি। বাড়ীভাড়া আমাগোই আগে পাওয়া উচিত।

ভঙ্গদেশীয়। কক্ষনো না। বাড়ী ঘর দোর ছাইড়া আইসি। আমার মাথা কিনস। (বাড়ীওয়ালার প্রতি) দেখুন মশাই বাড়ীভাড়া আমাকেই দিতে হবে। নয়তো বোমা মেরে দেব।

রঙ্গদেশীয়। ক্যান! আপনাগো ভাড়া দিবেন ক্যান। জোর যার, মুলুক তার ভাবসেন নাকি? আমরা হইলাম খাস বাঙ্গাল। হঃ।

ভঙ্গদেশীয়। (তাচ্ছিল্য সুরে) আরে রেখে দাও তোমার মত বাঙ্গাল আমি ঢের দেখেছি। মার খেয়ে পালিয়ে এসে আবার কথা!

রঙ্গদেশীয়। আইসি, বেশ করসি, আইসি। আমরা ভোট দিসি তবে তো দেশটা ভাগ হইসে। আসুমনা ক্যান, নিশ্‌শই আসুম। একশবার আসুম।

ভঙ্গদেশীয়। দেখো তুমি অত কাঁচা লঙ্কার ঝাল দেখিও না বলছি।

রঙ্গদেশীয়। দ্যাহ, তুমি অত পচা চিংড়ির ঝাল দেহাইও না, বুঝসো।

ভঙ্গদেশীয়। বাঙ্গাল! বাঙ্গাল! খাস বাঙ্গাল!

রঙ্গদেশীয়। ভাঙ্গা, ভাঙ্গা, ভাঙ্গা আর কারে কয়!

ভঙ্গদেশীয়। দেখো ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলো না বলছি। মারামারি হয়ে যাবে বলে রাখছি।

রঙ্গদেশীয়। আরে রাইখ্যা দাও, মাইরা একেবারে চৌচির কইরা দিমু না। (মারামারি হয় হয়, নাট্যকার তাড়াতাড়ি এসে তাদের ছাড়িয়ে দিতে দিতে)

নাট্যকার। আঃ আপনারা করছেন কি ? মানে আপনারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছেন এঁ্যা....

ভঙ্গদেশীয়। নিজেরা মারামারি করবো আলবাৎ করবো, আপনার কি।

রঙ্গদেশীয়। হ, ঠিক কথা, আপনার কি !

বাড়ীওয়ালা। হুম্। বাড়ীভাড়া আমি দিতে পারি। (দুজনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল)

রঙ্গদেশীয়। কারে ? আমারে দ্যান, দেহেন আমি হইলাম রঙ্গ দ্যাশের লোক।

ভঙ্গদেশীয় ! আমাকে, আমাকে ! দেখুন আমি হলাম ভঙ্গদেশের লোক।

বাড়ীওয়ালা। দেখুন আমি হলাম ব্যবসাদার মানুষ। রঙ্গ-ভঙ্গ আমাব কাছে সব সমান। আমি বুঝি টাকা। যিনি বেশী দিতে পারবেন তাঁকেই বাড়ীভাড়া দেব। (ভঙ্গদেশায়র প্রতি) আপনি কত ভাড়া দিতে পারবেন !

ভঙ্গদেশীয়। আমি ত্রিশ টাকা দেব।

রঙ্গদেশীয়। আমি চল্লিশ টাকা দেব।

বাড়ীওয়ালা। ষাট় টাকা দিতে পারবেন ?

ভঙ্গদেশীয়। ষা-ট-টা-কা !

বাড়ীওয়ালা। পারবেন না। বেশ চলে যান !

ভঙ্গদেশীয়। বেশ যাচ্ছি।

রঙ্গদেশীয়। আমি ষাট টাকাই দিমু।

ভঙ্গদেশীয়। (ফিরে এসে) আমিও তাই দেব।

বাড়ীওয়ালা। কিন্তু কুড়িটাকা পাচ্ছি বলে লিখে দেব।

উভয়ে। বেশ তাই দেবেন।

বাড়ীওয়ালা। তারপর একশ টাকা সেলামি দিতে হবে!

উভয়ে। তাই দেব।

বাড়ীওয়ালা। তিনমাসের ভাড়া এ্যাড্ভান্স দিতে হবে।

বঙ্গদেশীয়। দিমু, দিমু, সব দিমু, খালি ঘরডা আমারে ভাড়া দেন।

ভঙ্গদেশীয়। ঘর আমাকে দিতে হবে। টাকার জন্য কুছপরোয়া নেই। ঘর আমার চাই-ই (পকেট থেকে টাকা বার করে) এই নিন টাকা, কত দিতে হবে বলুন।

বঙ্গদেশীয়। আমিও বুঝি দিতে জানি না। (উভয়ে টাকা বার করলো, নাট্যকার অধৈর্য্য হয়ে চীৎকার করে উঠ্ল)

নাট্যকার। পুলিশ! পুলিশ!! আমি আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। পুলিশ, পুলিশ!

বাড়ীওয়ালা। হুম্। পুলিশ! ঘুষ খাবার জন্যে ধরিয়ে দেবেন? আমি হলাম ভোম্বলদাস ভড়। আমাকে দেবেন পুলিশে ধরিয়ে! মার কাছে মাসীর গপ্পো। হুম্।

নাট্যকার। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কেস করবো?

বঙ্গদেশীয়। কেস করবেন? এই একটা সামান্য কেস শেষ হতে দুটী বছর লাগবে। সাতদিন অন্তর খালি দিন পড়বে, আদালত আর বাড়ী করতে করতে আপনার জুতোর শুকতোলা খয়ে যাবে। তখন বলবেন "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি"।

নাট্যকার। আজ্ঞে····

ভঙ্গদেশীয়। আইজ্ঞা হঃ····আপনি একটা আস্ত পাগল। তা নইলে পুলিশ ডাকেন। পাগল বাদে আর বেবাকেই জানে শুধু গলায় ডাকলে পুলিশ আইসে না। ব্যবস্থা করা লাগে। বোঝলেন স্যার।

নাট্যকার। আমি পাগল এ্যাঃ আমি পাগল········

বাড়ীওয়ালা। আজ্ঞে হাঁ। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। নয়ত সত্যিই আপনাকে আমি পাগলা-গারদে দিয়ে দেব।

নাট্যকার। আমি পাগল। মানে রাঁচী মানে আমি........(নাট্যকার সভয়ে পালাল। দুজনে এক সঙ্গে হেসে উঠ্‌ল। রঙ্গ ও ভঙ্গদেশীয়রা টাকা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে পট নেমে এল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

১০নং বাড়ীর অপরাংশ। এ অংশে থাকেন আন্তঃ প্রাদেশিক অপচয় নিবারনী দপ্তরের ডাইরেক্‌টার মিঃ ডুবডুভি ভাট। টিপটাপ সাহেবী ধরনের পোষাক। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চেয়ারে বসে। সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ফাইলপত্র। নাট্যকার সামনে দাঁড়িয়ে।

ডাইরেক্‌টার। হুঃ কি বললেন? আপনি নাট্যকার....

নাট্যকার। আজ্ঞে হাঁ।

ডাইরেক্‌টার। (ফাইল দেখতে দেখতে) তা আমার কাছে কেন?

নাট্যকার। ভঙ্গ দেশ দেখতে এসেছি।

ডাইরেক্‌টার। ভঙ্গ দেখতে এসেছেন তা আমার কাছে কেন? নতুন কেরানী-কারখানায় যান, বাসগুদোমে যান, মানসপুত্রীতে যান। আমি হলাম অপচয় নিবারনী দপ্তরের ডাইরেক্‌টর। কেউ কোথাও অপচয় করছে কিনা তাই আমার দেখবার বিষয়।



নাট্যকার। (ক্লান্ত স্বরে) ওঃ আমি রীতিমত ক্লান্ত স্যার মানে এইখানে একটু বসবো।

ডাইরেক্‌টার। বসুন। কিন্তু যে কোন মূহুর্তে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারি।

নাট্যকার। আজ্ঞে হঁা। (নাট্যকার বসলো। রিপোর্টারের প্রবেশ)

ডাইরেক্‌টার। হঁা লিখুন। মিষ্টার ডুনডুভিস এ্যাপিল টু কানট্রিমেন....

রিপোর্টার। (এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে) কিন্তু স্যার আমাদের কাগজটা যে বাংলা।

ডাইরেক্‌টার। ওঃ। আচ্ছা লিখুন মিঃ ডুনডুভি ভাটের দেশবাসীর প্রতি আবেদন।

রিপোর্টার। আচ্ছা স্যার, ওটা বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন করে দিলে হয় না।

ডাইরেক্‌টার। করে দিলে অবশ্য মন্দ হয় না।

রিপোর্টার। দিন না। আজকাল তো সবাই বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানাচ্ছে। অবশ্য খবরের কাগজের প্রিন্সিপলই হচ্ছে সব কিছু বাড়িয়ে বলা, প্রেসে গেলে অটোমেটিক দেশ ছেড়ে বিশ্বে চলে যাবে!

ডাইরেক্‌টার। অল রাইট। লিখুন আন্তঃ প্রাদেশিক অপচয় নিবারণী দপ্তর থেকে আমি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে আপনারা দেশের এই চরম থেকে চরমতর দুর্দ্দিনে, সরি, লিখুন সমৃদ্ধি থেকে সমৃদ্ধিতর সুদিনে সমস্ত প্রকার অপচয়—

রিপোর্টার। স্যার আপনার বিবৃতিতে—

ডাইরেক্‌টার। এটা আমার বিবৃতি নয়। ভবিষ্যতে যে বিবৃতি দেব এটা তারই প্রিফেস।

রিপোর্টার। তা তাতে কতবার শান্তির কথা থাকবে।

ডাইরেক্‌টার। প্রতি লাইনে তিনবার তো বটেই। তবে ঠিকমত ঠিক জায়গায় বসিয়ে নেবার দায়িত্ব আপনার।

রিপোর্টার। ব্যস, আর বলতে হবে না। বাকীটা আমাদের লেখাই আছে। কারণ যাঁরাই বিবৃতি দেন তাঁরা একই কথা বলেন। তাই আমরা একটা ষ্টেটমেন্ট ঠিক করে রেখেছি। খালি হেডিংটা পাল্‌টে দেওয়া।

ডাইরেক্‌টার। আই এ্যাম ভেরী গ্লাড টু হিয়ার ইট্‌। হাঁ, আমার ষ্টেটমেণ্টের প্রিফেসে কিন্তু খোকা চাঁদ সম্বন্ধে কিছু থাকা চাই।

রিপোর্টার। নিশ্চয়ই থাকবে।

ডাইরেক্‌টার। তারপর ধরুন লালবাদের বিরুদ্ধে কিছু গালাগাল থাকা চাই।

রিপোর্টার। তাও থাকবে!

ডাইরেক্‌টার। তারপর ধরুন, শত-বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু থাকা চাই।

রিপোর্টার। তাও থাকবে।

ডাইরেক্‌টার। তারপর পঞ্চনোড়া—

রিপোর্টার। তাও থাকবে। কিন্তু স্যার আপনার বিবৃতিটা বড্ড বড় হয়ে যাবে না?

ডাইরেক্‌টার। (অসহায় ভাবে) অত সহজে ভুলে যাবেন না। এটা আমার বিবৃতি না, বিবৃতির প্রিফেস।

রিপোর্টার। তাহলেও একটু যেন····

ডাইরেক্‌টার। আপনি কোন কাগজের····

রিপোর্টার। আজ্ঞে 'দীনের বন্ধু'।

ডাইরেক্‌টার। প্রোপ্রাইটার কে?

রিপোর্টার। আজ্ঞে শেঠ ঝুনঝুনওয়ালা।

ডাইরেক্‌টার। এডিটর কি করেন ?

রিপোর্টার। আজ্ঞে এডিটোরিয়াল লেখা ছাড়া সব কিছু।

ডাইরেক্‌টার। যাইহোক এডিটরকে বলবেন যে প্রচার-দপ্তরের অধিকর্ত্তার সঙ্গে আমার খুব আলাপ, তাঁকে বলে আমি এ্যাডভারটাইসমেণ্ট্‌ পাইয়ে দেব।

রিপোর্টার। সত্যি স্যার !

ডাইরেক্‌টার। তবে দুটো দিকে আপনাকে নজর রাখতে হবে। প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষে আপনাকে লিখতে হবে।

রিপোর্টার। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! আমাদের কাগজের প্রিন্সিপলই হচ্ছে যে যত বিজ্ঞাপন দেবে তার হয়ে তত লিখবো।

ডাইরেক্‌টার। দ্যাটস রাইট।

রিপোর্টার। (বিনয়ে গলে গিয়ে) তাহলে স্যার আমাদের কর্ত্তাদের সঙ্গে আপনার খুব আলাপ আছে ?

ডাইরেক্‌টার। আলাপ ! কি বলছেন আপনি ? আমার জেল খাটার টোটালটা ওদের চাইতে কিছু কম হয়ে গেল বলে তেমন কিছুই হতে পারলাম না।

রিপোর্টার। (খুশী সুরে) আচ্ছা স্যার, আপনার বিবৃতি মানে আপনার বিবৃতির প্রিফেসটা যত বড়ই হোক না কেন ঠিক ছাপিয়ে দেব। তবে আমার দিকটাও একটু দেখবেন।

ডাইরেক্‌টার। কোন দিকটা দেখবো বলুন।

রিপোর্টার। আমার ছেলেটার যাতে একটা চাকরী হয়। মাইনে বেশী হোক বা না হোক উপরিটা যেন একটু থাকে।

ডাইরেক্‌টার। লেখাপড়া জানে না তো ?

রিপোর্টার। আজ্ঞে না।

ডাইরেকটার। বেশ তাহলেই হলো। জেল টেল খেটেছে তো?

রিপোর্টার। আজ্ঞে হাঁ। প্রায় বছর দশেক। তবে স্বদেশী করতে গিয়ে নয়, ডাকাতি করতে গিয়ে।

ডাইরেকটার। ওতেই হবে। স্বদেশী ডাকাতি বলে লিখে দিলেই হবে। তবে দ্বিতীয় দিকটাও মনে রাখবেন। চাকরী ছেড়ে দিয়ে নেক্সট ইলেকসানেএ আমি দাঁড়াব মনে করছি। ব্যাক করতে হবে আমাকে।

রিপোর্টার। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কিন্তু কি জানেন স্যার, লোকে এখন কাগজ পড়ে না, খালি কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনটুকু ছাড়া। তাহলেও স্যার আমাদের যেটুকু করবার তা আপনার জন্যে নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু স্যার, আমার ছেলেটার কথা…

ডাইরেকটার। নিশ্চয়ই মনে রাখবো, তবে কিছু খরচা করতে হবে। ধরুন হাজার খানেক।

রিপোর্টার। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়।

নাট্যকার। তার মানে আমি আপনি অপচয় নিবারনী দপ্তরের ডাইরেক্টার হয়ে আপনিই—

রিপোর্টার। সরষের মধ্যেই ভূত থাকে স্যার, সরষের মধ্যেই ভূত থাকে।

(আবার ঘুরে এসে)

রিপোর্টার। আচ্ছা স্যার ঐ 'ডিপেণ্ডেন্স, পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে যে আপনাদের কোন্ গুদোমে নাকি বিশ হাজার মন চাল পচে নষ্ট গিয়েছে। খবরটা কি—

ডাইরেক্টার। (গম্ভীর হয়ে) সে আমার ডিপার্টমেণ্টের দেখবার বিষয় নয়। পাবলিক যাতে কোন জিনিষ অপচয় না করে সে সম্পর্কে তাদের এ্যাডভাইস দেওয়াই আমার কাজ। আপনি এখন যেতে পারেন।

[রিপোর্টার প্রস্থান করল]

নাট্যকার। বলছিলাম কি—

ডাইরেক্‌টার। ডোণ্ট ডিসটার্ব মি।

[অজয় ঢুকল। বকা-বকা চেহারা। মুখে চোখে নো-কেয়ার ভাব। কথা বলার সময় প্যাণ্ট ওপর দিকে টানে। আর ঘন ঘন চুল আঁচড়ায়।]

অজয়। গুড্‌ নাইট স্যার!

ডাইরেক্‌টার। (প্রথমে একটু চমকে উঠ্‌লো, তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে গুড্‌ নাইট নয়, বলুন গুড্‌ মর্নিং।

অজয়। চারদিকে অন্ধকার দেখছি, তাই বল্‌লাম।

ডাইরেক্‌টার। কে আপনি?

অজয়। দেখেই চেনা উচিত ছিল। আমি হলাম ভঙ্গ দেশের ত্রিভঙ্গ যুবক।

ডাইরেক্‌টার। কি করেন?

অজয়। সকালে উঠে কবিতা লিখি, দুপুরে সিনেমা দেখি, বিকেলে পোলো, পার্কে বসে দেশের নেতাদের একটু গালাগাল দি, রাত্রে থিয়েটারের রিহার্সাল দি, মানে, সাংস্কৃতিক কাজ করি, আরও রাতে আরও অনেক কিছু করি যা আপনাকে বলতে পারবো না।

ডাইরেক্‌টার। আপনি তাহলে—

অজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। অতীত কালের বর্তমান আর বর্তমান কালের ভবিষ্যৎ।

ডাইরেক্‌টার। কি চাই আপনার?

অজয়। আজকের দিনে প্রত্যেক বেকার যুবক যা চায় তাই—

ডাইরেক্‌টার। আজকের দিনে প্রত্যেক বেকার যুবক যুবতী সিনেমায় নামতে চায়। আপনিও কি—

অজয়। আজ্ঞে না। চাকরী চাই।

ডাইরেক্‌টার। চাকরী! চাকরী চাইলেই যে পাওয়া যায় না তা আপনি জানেন?

অজয়। জানি। কারণ চাকরী যাবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত দেড়শ জায়গায় চাকরী চেয়েছি এবং পাই নি।

ডাইরেক্‌টার। আপনি কি জানেন না একশ জন পিয়নের চাকরীর জন্যে প্রায় পাঁচ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল।

অজয়। জানি, কারণ ঐ পাঁচ হাজার দরখাস্তর মধ্যে আমারও একখানা ছিল।

ডাইরেক্‌টার। আপনি কি জানেন না এদেশের লোকদের আর চাকরীতে নেওয়া হয় না কারণ তারা এলেই ধর্ম্মঘট করে।

অজয়। জানি। কারণ ধর্ম্মঘট করানোর জন্যেই আমার চাকরী গিয়েছিল।

ডাইরেক্‌টার। হুঃ, আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

অজয়। কিছু না। কারণ ইউনিভারসিটিতে আমার কোন আত্মীয় নেই।

ডাইরেক্‌টার। আপনার বিশেষ গুণাবলী কি?

অজয়। বর্ত্তমান ভদ্র-যুবকদের যে কটা গুণ থাকা দরকার তা আমার সবই আছে। যেমন ধরুন, বড় বড় কথা বলতে পারি, কিন্তু খাটতে পারি না। পকেটে পয়সা না থাকলেও আদ্দির জামা ওড়াতে পারি। কোন জ্ঞান না থাকলেও সাহিত্য, রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি।

নাট্যকার। না, না, কক্ষনো না। মানে আমি বলছি কক্ষনো মানে····

অজয়। বসুন তো মশাই, আমার গুণ আপনি আমার চাইতে ভালো জানেন।

নাট্যকার! ওঃ (হতাশায় বসে পড়ল)

ডাইরেক্‌টার। (চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে) কিন্তু আপনার এ সব গুন কোন কাছে লাগবে না। আপনি জেল খেটেছেন?

অজয়। একদিনও না।

ডাইরেক্‌টার। কোন V. I. Pর recomendation আছে?

অজয়। না।

ডাইরেক্‌টার। কত খরচ করতে পারবেন ?

অজয়। এক পয়সাও না।

ডাইরেক্‌টার। তাহলে বেরিয়ে যান।

অজয়। যাচ্ছি, কিন্তু কেন যাবো বললেন না তো ?

ডাইরেক্‌টার। কারণ এ তিনটি জিনিষ না থাকলে কারুর চাকরী হয় না অতএব বেরিয়ে যান।

অজয়। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রাখবেন আমায় চাকরী না দিলেও চাকরী না করার হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। কারণ আমি ভাঙ্গালী, চাকরা আমার রক্তে লেখা।

[অজয় প্রস্থান করলো। অন্যদিক দিয়ে অমরবাবু প্রবেশ করলো]

অমর। নমস্কার মিঃ ভাট।

ডাইরেক্‌টার। আপনার কি চাই ?

অমর। আমার সেইটার কতদূর কি হলো তাই জানতে এলাম।

ডাইরেক্‌টার। ওঃ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারলাম না।

অমর। কিন্তু ওটা না পেলে—

ডাইরেক্‌টার—বুঝতে পারছি আপনার খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু কি করবো বলুন, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম।

অমর। আপনাকে আর একটু চেষ্টা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করলে কিনা হয় ! আর (টাকা বার করে) এই কটা টাকা আপনাকে রাখতে হবে।

ডাইরেক্‌টার। (টাকা দেখে আনন্দিত সুরে) To speak the truth সে সব ready. খালি এর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

[টাকা নিতে যেতেই নাট্যকার চীৎকার করে উঠলো]

নাট্যকার। এ্যাঁ:, আপনি ঘুষ খাচ্ছেন? আমি এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ডাইরেক্টার। কিন্তু সে প্রতিবাদ কাগজে বের হবে না। কারণ কাগজে সত্যি কথা ছাপা হয় না।

নাট্যকার। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাব!

ডাইরেক্টার। তাতেও স্থবিধে হবে না। লোকে পাগল বলবে।

নাট্যকার। আমি আপনার বিরুদ্ধে ওপরওয়ালাদের কাছে লিখব।

ডাইরেক্টার। ঘুষ নেবার বিরুদ্ধে লিখতে গেলেও ঘুষ দিতে হবে।

নাট্যকার। তাহলে····তাহলে কি হবে?

ডাইরেক্টার। (বজ্রগম্ভীর স্বরে) Get out. (নাট্যকার ইতঃস্তত করে) Get out.

[নাট্যকার ভীতত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, ডাইরেক্টার টাকা পকেটে রেখে অমরবাবুর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে পট নেমে এল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[১০ নং বাড়ীর অপর একখানি ঘর। পট উঠলে দেখা গেল শ্রীদাড়িম্বর ধাড়া কি একটা কাগজ দেখতে ব্যস্ত। বয়স ৪০।৫০, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। চোখে চশমা। নাট্যকার সামনে দাঁড়িয়ে।]

নাট্যকার। শুনছেন স্যার !

সম্পাদক। মাফ করবেন, আমাদের মাসিক পত্রিকার আর গল্প ছাপানো হবে না।

নাট্যকার। তবে আপনার পত্রিকায় যে সব গল্প বেরোয় সেগুলো কি গল্প নয়।

সম্পাদক। নয়ই তো (ফের তাড়াতাড়ি) নয়ই তো ! সব একটা আগুন। ফুরোবার আগে পুরোনো লেখকগুলো আমাদের কাগজে আগুন ঢেলে যাচ্ছে।

নাট্যকার। আজ্ঞে, আমি গল্প লিখি না।

সম্পাদক। বলছেন কি ? ভদ্র দেশে লেখে না, এমন লোকতো পাওয়া যায় না।

নাট্যকার। আজ্ঞে আমিও লিখি তবে গল্প নয়, নাটক।

সম্পাদক। লিখে কোন লাভ নেই। চলবে না।

নাট্যকার। আজ্ঞে কেন ?

সম্পাদক। বাংলা দেশে নামকরা লেখকের নাটক ছাড়া থিয়েটার হয় না। আর দুবছরের কমে কোন নাটক চালানো হয় না।

নাট্যকার। আজ্ঞে প্লে বাংলা দেশে হবে না। স্বর্গে হবে।

সম্পাদক। (আশ্চর্য্যে) তাহলে এখানে নয়, সশরীরে স্বর্গে যান।

নাট্যকার। আজ্ঞে তাই যাব, তবে ভদ্র দেশের ওপর নাটক লিখবো কিনা—

সম্পাদক। ভদ্র দেশের ওপর নাটক লিখে স্বর্গে চালাবেন। তা বেশ, ভাল বুদ্ধি খাটিয়েছেন। কারণ বাংলা দেশে এখন বিদেশী নাটকের অনুবাদ চলছে। হুঁ।....কি ভাবে আপনি নাটক লিখবেন সে সম্পর্কে আপনাকে দুচার কথা বলতে চাই, যদি ইচ্ছে হয় শুনতে পারেন।

নাট্যকার। আজ্ঞে হাঁ, শুনবো বৈকি ?

সম্পাদক। তাহলে বসুন।

[নাট্যকার বস্‌ল]

(উপদেশ দেবার সুরে) নাটক যদি চালাতে চান তাহলে বোম্বে টেকনিকে নাটক লিখুন।

নাট্যকার। বোম্বে টেকনিক—সেটা আবার কি ?

সম্পাদক। কি আশ্চর্য্য, বোম্বে টেকনিক বোঝেন না ? আচ্ছা বয়—মিট্‌স—গার্ল ফর্ম্মুলা বোঝেন ?

নাট্যকার। আজ্ঞে না।

সম্পাদক। তাও বোঝেন না ! আচ্ছা সেক্সএ্যাপিল বোঝেন ?

নাট্যকার। আজ্ঞে না।

সম্পাদক। ওঃ কি আপদ ! আচ্ছা, আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আপনার নাটকে রাখবেন দুটো মেয়ে একটা ছেলে। নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠভ যতটা সম্ভব দেখিয়ে নায়কের সঙ্গে লুকোচুরি খেলান। মধ্যে হিন্দী গানের সুরে গোটা আষ্টেক গান আর কাক্কুর ড্যান্সের মত গোটা আষ্টেক ড্যান্স। তারপর কমেডী করতে চান, একজনকে মেরে ফেলুন আর যদি ট্র্যাজেডী করতে চান তিনজনকেই মেরে ফেলুন। দেখবেন আপনার নাটক পোকায় না কেটে বাজারে হুহু করে কেটে যাচ্ছে।

নাট্যকার। আজ্ঞে আমি এদেশের বাস্তব অবস্থাকে কেন্দ্র করে—

সম্পাদক। তাই নাকি? তাহলে দেখুন, এ দেশে এখন দুরকমের নাটক চল্‌ছে। এক হচ্ছে যে কোন অন্ধ, খোঁড়া, কুঁজো, ট্যারা, বোবাকে নায়ক করে নাটক, আর এক হচ্ছে প্রগতিশীল নাটক! ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিক, চাষী-জমিদারদের মধ্যে মনকষাকষি নিয়ে লেখা। লেখা অত্যন্ত সহজ, প্রতি পাতায় কিছু মেকি বক্তৃতা।....আর শেষে মালিকের শ্রমিকের পদধূলি গ্রহন।

[জনৈক ঔপন্যাসিকের প্রবেশ]

ঔপন্যাসিক। নমস্কার দাড়িম্বর বাবু!

সম্পাদক। (চিনেও না চেনার ভান করে) কে আপনি? কি চাই?

ঔপন্যাসিক। কি আশ্চর্য্য, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি হলাম শ্রীলবডঙ্ক রায়। 'ঝোপে-ঝাড়ে' উপন্যাস, যেটা আপনারা Publish করেছেন, তারই লেখক আমি।

সম্পাদক। দেখুন ও রকম ঝোপেঝাড়ে, আনাচে-কানাচে, উঁকি-ঝুঁকি, অনেক বইএর প্রকাশক আমি। সব নাম মনে রাখতে হলে ডিক্সনারী হয়ে বসে থাকতে হয়!

ঔপন্যাসিক। কত কপি বিক্রী হলো তাই—

সম্পাদক। কত কপি? এক কপিও না।

ঔপন্যাসিক। কিন্তু কাগজে বলছে আমার উপন্যাসটা যুগান্তকারী হয়েছে? ধারেও কাটে, ভারেও কাটে।

সম্পাদক। কাগজে বলে না, বলাতে হয়।

ঔপন্যাসিক। কিন্তু বইএর দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে আমার উপন্যাস....

সম্পাদক। খুব বিক্রী হচ্ছে! আচ্ছা দাঁড়ান। ওহে লঙ্কেশ্বর....

[লক্কেশ্বর ঢুকল]

Books not sold account bookএর চার নম্বর volume এর 3rd Chapter এর 2nd Partটা নিয়ে এসো তো !

লক্কেশ্বর। আজ্ঞে, আসলটা না নকলটা····

সম্পাদক। গর্দভ ! দেখতে পাচ্ছো না !

লক্কেশ্বর। এক্ষুনি আনছি স্যার !

[লক্কেশ্বর তাড়াতাড়ি একটা মোটা বই নিয়ে এল।]

সম্পাদক। (পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতে) হঁ্যা····বধির বটব্যালের 'সোনালী স্বপ্ন', খড়খড়ি শর্মার 'উঁকি ঝুঁকি', আর এই লবডঙ্কা রায়ের 'ঝোপে-ঝাড়ে' এই দেখুন ছাপান হযেছে এগারশ····কম্‌প্লিমেণ্টারী নব্বুই····আর উইএ কেটেছে দশখানা····বিক্রী সাতাশখানা আর বাকা ইকে পড়ে আছে।

ঔপন্যাসিক। কিন্তু দোকানদার বলল—

সম্পাদক। আরে মশাই, ডাক্তার বলছে রুগী বেঁচে নেই·· আর রুগী বেঁচে আছি বললেই তার কথাই বিশ্বাস করবেন ? যান····

(ঔপন্যাসিক বিষন্নমুখে যেতে)

তা আর কি বই লিখলেন ?

ঔপন্যাসিক। (তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে) লিখেছি। চাঁদ বদন। এই বর্তমান জগতের সঙ্গে অবর্তমান ভবিষ্যতের····

সম্পাদক। থাক, থাক। নিয়ে আসবেন একদিন বইটা····

ঔপন্যাসিক। ছাপাবেন ?

সম্পাদক। বলতে পারি না। 'ঝোপে ঝাড়ের' পরে আর আপনার 'চাঁদ বদনে' হাত দেবার সাহস হয় না। আচ্ছা নিয়ে আসবেন একদিন, লক্কেশ্বরকে দিয়ে পড়িয়ে দেখব বইটা কেমন হয়েছে।

ঔপন্যাসিক। আচ্ছা স্যার। (প্রস্থান করলো)

সম্পাদক। লক্কেশ্বর ! আসলে 'ঝোপে-ঝাড়ে' কত কপি বিক্রী হয়েছে হে !

লক্কেশ্বর। তা প্রায় হাজার তিনেক।

সম্পাদক। আচ্ছা যাও, খাতাটা নিয়ে যাও।

[লক্কেশ্বর খাতা নিয়ে চলে গেল।]

(এমন সময় জনৈক চিত্রকরের প্রবেশ। রোগা লম্বাটে ছিপছিপে চেহারা। পাজামা আর ঝোলা পাঞ্জাবী পরণে।)

শিল্পী। নমস্কার ! আমি একজন শিল্পী !

সম্পাদক। এ দেশে সবাই নিজেকে শিল্পী বলে পরিচয় দেন। তাই এর নাম পাল্টে শিল্পীস্থান রাখা উচিত।

শিল্পী। কিন্তু আমি একজন সত্যকার শিল্পী।

সম্পাদক। তার প্রমাণ ?

শিল্পী। তার প্রমাণ আমি খেতে পাই না। অথচ পরিষ্কার জামা কাপড় পরে বেড়াই।

সম্পাদক। তা আপনি কি রকম শিল্পী ! নাচেন, গান করেন, থিয়েটার—

শিল্পী। আজ্ঞে না। আমি হলাম চিত্রশিল্পী। তার মানে আমি ছবি আঁকি। Commercial art আর fine art দুটো Punch করে আঁকাই আমার ছবির বিশিষ্ট বিশিষ্টতা।

সম্পাদক। তা কি ছবি এঁকেছেন ?

শিল্পী। আজ্ঞে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। (তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ বার করে) এই দেখুন না, দেখুন···

সম্পাদক। (অনিচ্ছা সহকারে নিয়ে কাগজটার এপিট-ওপিঠ, দেখে কিছু দেখতে না পেয়ে) কোথায় মশাই আপনার পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। এতে তো মশাই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই আঁকা নেই।

শিল্পী। (একটু জোরের সঙ্গে) নেই তো! সেইটাই তো পৃথিবীর ভবিষ্যৎ!

সম্পাদক। তার মানে?

শিল্পী। মানে ভবিষ্যতে পৃথিবী থাকবে না। রাশিয়া, আমেরিকা মারণাস্ত্র দিয়ে ভবিষ্যতে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

সম্পাদক। না মশাই, এ ছবি ছাপাবো না। পৃথিবীদ্রোহী বলে ধরে নিয়ে যাবে।

শিল্পী। (আরও জোরের সঙ্গে) যদি ছাপাতে হয় এই ছবিই আপনাকে ছাপাতে হবে। কারণ ছাপাতে এক পয়সাও খরচ নেই।

সম্পাদক। বলছি মশাই এ ছবি চলবে না।

(জনৈক কবির প্রবেশ, বাবরি চুল, চোখে রিমলেশ চশমা, মাটিতে পড়ান কাপড়ের কোঁচা, গিলে করা আদ্দির জামা।)

কবি। নমস্কার! আমি হলাম কবি ধড়ফড় দে। আপনার পত্রিকার জন্যে একটা কবিতা এনেছি। দয়া না করেই ছাপিয়ে দেবেন স্যার।

সম্পাদক। আজকাল লোকে আর কবিতা পড়ে না।

কবি। লোকে যা পড়ে না কাগজে তাইতো বেরোয় স্যার! শুনবেন কবিতাটা! শুনুন না! খুব রিয়ালিষ্টিক কবিতা—

(পড়তে লাগল) মিশরের পিরামিড
আর ব্যাবিলনের ঝুলোনো বাগান
ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে
সেখানে আনবো লেকের কলকল্লোল।
ইট কাঠ পাথরে গড়া এই মাটীর
পৃথিবীর বুকে দিনরাত জ্বালাবো
মেট্রো লাইট হাউসের আলো জলজলে বিজ্ঞাপন।
আধখানা চাঁদ, আর আধখানা সূর্য্য নিয়ে

আমরা নাচবো।

(যেমন করে) সাহারার বুকে ময়ূর নাচছে,

(যেমন করে) কোরিয়ার বুকে চীন আমেরিকা নেচেছে,

তেমনি করে আমরা নাচবো।

ডুয়ার্সের জঙ্গলে—

মিসিসিপির তরঙ্গে—

পারসিয়ার তেলের খনিতে

এ নাচের মাতন লাগবে।

সম্পাদক। (চীৎকার করে) থামুন, থামুন···

কবি। আমাকে কিছু বলছেন ?

সম্পাদক। আজ্ঞে হাঁ, থামতে বলছি !

কবি। কেন ?

সম্পাদক। কারণ আপনার কবিতার একটা লাইনও বোঝা গেল না।

কবি। বোঝা যাবে না তো ? দুর্ব্বোধ্যতাই আধুনিক কবিতার আঙ্গিক।

সম্পাদক। এ কবিতার কোন ছন্দ নেই !

কবি। ছন্দহীনতাই তো আমাদের কবিতার ছন্দ। আমরা যে জীবনের কবি, আজকের মানুষের জীবনে যেমন কোন ছন্দ নেই। তেমনি এ কবিতারও কোন ছন্দ নেই।

সম্পাদক। এ কবিতার কোন মানেও নেই।

কবি। সত্যিই কোন মানে নেই। কারণ আজকের এই জীবন যাপনের কোন মানে নেই। তাই মানে না থাকাটাই এ কবিতার মানে।

সম্পাদক। দেখুন এ সব কবিতা চলবে না।

কবি। আঃ····

শিল্পী। (তাড়াতাড়ি) আজ্ঞে হাঁ, আপনার কবিতা চলবে না। চলবে

আমার ছবি। (সম্পাদকের প্রতি) বুঝলেন, এ ছবিটা হোলো ভাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

[সম্পাদক ছবিটা দেখলেন। তাতে বড় করে একটা শূন্য আঁকা]

সম্পাদক। একি মশাই এ যে শুধু একটা শূন্য আঁকা।

শিল্পী। আজ্ঞে এটাই তো ভাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

সম্পাদক। আপনার এরকম ছবি চলবে না। বুঝলেন, এখন হলো বস্তুবাদের যুগ, ও সব ভাববাদ চলবে না।

কবি। তাহলে কি চলবে শুনি ?

সম্পাদক। (একটু থেমে) অশ্লীলতা !

নাট্যকার। (লাফিয়ে উঠে) এ্যাঃ ! অশ্লীলতা ! সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতা !!

সম্পাদক। আজ্ঞে হাঁ। নরনারীর আদিম কামনার জান্তব প্রকাশ। আজকের বাংলা সাহিত্য তাই দিয়ে ভরে উঠেছে। লোকে আজ তাই চায়।

নাট্যকার। না, না, কক্ষনো তাই চায় না। কক্ষনো না। আপনারা....

সম্পাদক। আপনি চুপ করে বসুন তো ! লোকে কি চায় আর না চায় তা আপনি আমাদের চাইতে ভালো বোঝেন ?

(শিল্পীর প্রতি) কি আপনি রাজী অশ্লীল ছবি আঁকতে ? টাকা পাবেন ! অনেক টাকা ?

শিল্পী। টাকা ! তা, হাঁ...রাজী....

নাট্যকার। আপনি টাকার জন্যে....

শিল্পী। কি করবো বলুন ? লোকে যা চায় তাই আঁকতে হবে। বাঁচতে তো হবে ?

সম্পাদক। কি মশাই ! আপনি রাজী ?

কবি। আজ্ঞে হাঁ। লোকে যখন চায় আর টাকা যখন পাওয়া যাবে....

বুঝলেন না আমারও তো ছেলেপুলে আছে।

নাট্যকার। আপনারা টাকার জন্যে সাহিত্য নিয়ে বেসাতী করবেন ?

কবি। টাকার জন্যে মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে আর আমরা দুকলম লিখে দিতে পারবো না। কি যে বলেন ? (সম্পাদকের প্রতি) ইনি কে মশাই ?

সম্পাদক। একজন পাগল।

কবি। ওঃ তাই বলুন।

নাট্যকার। (উত্তেজিত সুরে) আপনারা টাকার জন্যে সব করতে পারেন ? টাকার জন্যে :····

শিল্পী। (সম্পাদকের প্রতি) দেখুন, এ পাগলটার একটা ফটো কাগজে ছাপিযে দিয়ে লিখে দিন, ইনি একজন যিনি বলেন মানুষ টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারি না।

সম্পাদক। ঠিক, ঠিক বলেছেন। আপনারা একে ধরুন আমি ফটোগ্রাফার —কাম—বেযারার কে ডেকে পাঠাই। ওহে লক্কেশ্বর, ক্যামেরাটা নিয়ে এসো !

[সম্পাদক চলে গেল। দুজন নাট্যকারকে ধরে রইল]

নাট্যকার। না, না, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা যে কি রকম কবি আর কি রকম শিল্পী তা আমি বুঝতে পারছি না।

কবি। কি ? আমার কবিতা খারাপ ! (কবিতা লিখতে লাগল)

শিল্পী। কি আমার ছবি খারাপ ! (ছবি আঁকতে লাগল)

নাট্যকার। আজ্ঞে না। আপনার কবিতাও খারাপ নয়।

কবি। তাই বল্‌লেন তো ! আচ্ছা এখুনি আমি কবিতা লিখে···

নাট্যকার। আর আপনার ছবিও খারাপ নয়····

শিল্পী। দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ছবিই এঁকে দিয়ে ·

(উভয়ে ছবি আঁকতে আর কবিতা লিখতে ব্যস্ত দেখে নাট্যকার ছুটে পালাল। সম্পাদক ও ক্যামেরা হাতে লঙ্কেশ্বর ঢুকল।....

সম্পাদক। কি হলো? কোথায় গেল?

কবি। আজ্ঞে পালাল....

সম্পাদক। ইস পালাল! এমন একটা কার্টুন ফটো হাত ফসকে গেল যাকগে...যেতে দাও। ওহে লঙ্কেশ্বর এদেরই একটা নিয়ে নাও।

[কবি ও শিল্পী দুজনে তাড়াতাড়ি পোজ নিয়ে দাঁড়ালো। লঙ্কেশ্বর ক্যামেরা তুলে ধরল। পট নেমে এল।]

চতুর্থ দৃশ্য

১০ নং বাড়ীর অন্যঘর। এ ঘরে থাকেন রাজনীতিক থরহরি দাস। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। লম্বা আর রোগাটে। থমথমে মুখ। কেটে কেটে কথা বলেন। তাঁকে ইজি চেয়ারে বসে একখানা ইংরাজী বই পড়তে দেখা যাচ্ছে। নাট্যকার ঢুকল।

নাট্যকার। নমস্কার !

(থরহরি বইটা একটু তুলে নমস্কার করার ভঙ্গী করলেন)

নাট্যকার। নমস্কার। আপনিই কি থরহরি রাজনীতিক !

রাজনীতিক। যারা আমাকে কোন কালে দেখে নি, তারাও আমাকে না দেখেই বলে দিতে পারে যে আমিই থরহরি রাজনীতিক। কারন কাগজে রোজই আমার একটা করে বিবৃতি বেরোয় এবং তার চাইতেও বড় করে ছবি বেরোয়।

নাট্যকার। ওঃ।

রাজনীতিক। আপনি ?

নাট্যকার। আমি মানে আমি একজন নাট্যকার !

রাজনীতিক। অর্থ্যাৎ আপনি লেখেন ! (ছোট্ট হাসি) এ দেশে সবাই লেখে।

নাট্যকার। আমি এখনও লিখি নি তবে দেশ দেখে লিখব।

রাজনীতিক। দেখার পর অবশ্য আপনার আর লেখবার ইচ্ছে থাকবে না। আমার কাছে আপনি কি চান ?

নাট্যকার। আপনার কাছে আমি কিছু শিখতে চাই। কারন আপনিই নাকি—

রাজনীতিক। সেটা ঠিক। আমাকে দেখলেই সমগ্র রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আপনার একটা স্পষ্ট ধারনা হয়ে যাবে। বলতে গেলে আমি তাদের sample হিসেবে কাজ করছি।

নাট্যকার। আমি মানে এ দেশের রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

রাজনীতিক। তাই নাকি ? তাহলে বসুন।

(নাট্যকার বসল)

রাজনীতিক। দেখুন বর্তমান রাজনীতিকদের দুটো দিক আছে। বাইরের আর ভেতরের। বাইরে শ্রমিকদের হয়ে কথা বলব আর ভেতরে মালিকদের কাছ থেকে ঘুষ খাব। বাইরে কালোবাজারীদের নিন্দে করবো। ভেতরে নিজে কালোবাজার চালাব।

নাট্যকার। যদি কিছু মনে না করেন আপনার রাজনৈতিক মতবাদ কি তা জানতে পারি ?

রাজনীতিক। ক্যাপিট্যালিষ্টরা ভাবে সোস্যালিষ্ট। সোস্যালিষ্টরা ভাবে কম্যুনিষ্ট। কম্যুনিষ্টরা ভাবে ক্যাপিট্যালিষ্ট। আসলে আমি হলাম অপারচ্যুনিষ্ট। দুটো পয়সা আর দুটো হাততালি যেদিকে আমি সেইদিকে।

(অজয় হঠাৎ ঢুকল)

অজয়। নমস্কার !

রাজনীতিক। কি চাই ?

অজয়। রাজনীতি না জানলে পয়সা রোজগার করা যায় না। তাই আমি আপনার কাছে রাজনীতি শিখতে চাই।

রাজনীতিক। দেখুন রাজনীতি শেখান যায় না। রাজনীতি অনেকটা পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়। আপনি যেতে পারেন।

(অজয় যাবার জন্যে ফিরলো)

(রাজনীতিক হঠাৎ বলে উঠলো)

আপনি কোন টুপি ? কি হলো। বলুন ? এ দেশে এখন তিন রকম টুপি চলছে। হলদে, সাদা, গেরুয়া। সারাজীবন একটু টুপি পরেই চলবেন না দরকার মত পালটাবেন।

অজয়। আপনাকে যখন আমার গুরু বলে মানলাম তখন আপনার পরামর্শ মতই চলব।

রাজনীতিক। বেশ। (ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে) ব্যাঙ্কে আপনার কত আছে ?

অজয়। কত চাই বলুন ?

রাজনীতিক। অন্ততঃ বিশ হাজার।

অজয়। অত টাকা আপনি কি করবেন ?

রাজনীতিক। খরচ করব। এবং তা এই রেশিওয়। বিদেশ ভ্রমন এবং যে কোন অপ্রয়োজনীয় বিভাগে পারদর্শিতা অর্জ্জন খাতে ১০ হাজার। যে কোন আধা-সরকারী ফাণ্ডে চাঁদা ৫ হাজার। পাবলিসিটি ৩ হাজার, কনফারেন্স ২ হাজার। অবশ্য এ বিশ হাজার টাকা আপনার ইনভেষ্ট-মেণ্ট মাত্র। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে চার মাসের মাইনে থেকেই এ টাকা আপনার উঠে যাবে।

অজয়। কিন্তু আমার কাছে তো—

রাজনীতিক। হাঁ হাঁ বলুন কত টাকা—

অজয়। একটা পয়সাও নেই।

রাজনীতিক। এ্যাঃ, একটা পয়সাও নেই…অথচ আপনি রাজনীতিক হতে চান ? (রেগে) বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান….

অজয়। বেশ যাচ্ছি কিন্তু কেন যাবো বলুন ?

রাজনীতিক। কেন যাবেন তা এ দেশের চারদিকে তাকালেই বুঝতে

পারবেন। অলিতে গলিতে যত রাজনীতিক দেখতে পাবেন, দেখবেন প্রায় সবাই পাঁচ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার মালিক। গেট আউট, আই সে গেট আউট।

[অজয়ের প্রস্থান]

নাট্যকার। পয়সা না থাকলে পলিটিশিয়ান হওয়া যায় না?

রাজনীতিক। পয়সা না থাকলে সর্ব্বহারা হওয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বহারার নেতৃত্ব করা যায় না।

(দুজন তর্কাতর্কি করতে প্রবেশ করল)

১ম। আমি বলছি আমরা স্বাধীন হয়েছি।

২য়। কখনো না, আমরা পরাধীন।

১ম। কখনো না, আমরা স্বাধীন। খবরের কাগজ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

২য়। ওটা ডেনো কাগজের মত। ম ী কাগজ পড়লেই আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে আমরা এখনও স্বাধীন হয় নি।

১ম। আলবাৎ হয়েছি, পৃথিবীর সবাই বলছে যে আমরা স্বাধীন আর আপনারা না বললে হবে।

২য়। কিন্তু এ স্বাধীনতাকে আমরা মানি না।

১ম। মানতেই হবে।

২য়। মানবো না।

(মারামারি হয়—হয়, রাজনীতিক তাড়াতাড়ি মাঝে এসে)

রাজনীতিক। কি ব্যাপার! এটা আমার বাড়ী, কুস্তির আখড়া নয়।

১ম। এই দেখুন না স্যার ইনি বলছেন যে আমরা নাকি স্বাধীন হয় নি।

২য়। এই দেখুন না স্যার বুর্জোয়া শ্রেণীর পদানত থেকেও ইনি বলছেন যে আমরা স্বাধীন।

রাজনীতিক। (২য়কে) আপনার পরিচয়।

২য়। ওটা আমার কথাবার্তা শুনেই বোঝা উচিত ছিল। আমি লালবাদী।

রাজনীতিক। আপনি বেকার?

২য়। নিশ্চয়ই। এবং যতদিন বেকার থাকব ততদিন লালবাদ প্রচার করব।

রাজনীতিক। (১মের প্রতি) আপনি?

১ম। সেটা আমার টুপি দেখেই বোঝা উচিত ছিল আমি শ্বেতবাদী।

রাজনীতিক। আপনার কটা ব্যবসা!

১ম। চারটে।

২য়। ক্যাপিট্যালিষ্ট! ক্যাপিট্যালিষ্ট মাত্রই শ্বেতবাদী।

১ম। সুবিধেবাদী! সুবিধেবাদী মাত্রই লালবাদী।

২য়। এই সব ক্যাপিট্যালিষ্টদের বিরূদ্ধেই আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম।

১ম। এই সব লালবাদীদের বিরূদ্ধেই আমাদের অহিংস সশস্ত্র সংগ্রাম।

২য়। বেশ দেখা যাবে এ সংগ্রামে কারা জেতে।

১ম। হাঁ আমরাও দেখে নেব।

[প্রস্থান করলো]

রাজনীতিক। আপনি কোন পার্টির?

২য়। কি আশ্চর্য্য, আমি কোন পার্টির তা আমার কথাবার্তা শুনেও বুঝতে পারছেন না। আমাদের পার্টিই তো বামপন্থীদের একমাত্র মুখপত্র···

(৩য় ব্যক্তির প্রবেশ)

৩য়। কখনো না। আমাদের পার্টি।

২য়। কখনো না। আমাদের পার্টি।

(উভয়ে মারামারি করার উপক্রম করতে)

নাট্যকার। আপনারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবেন, না কাজ করবেন।

২য়। মারামারি করাটাই আমাদের পার্টির লক্ষ্য। কারণ আমাদের পার্টি রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাস করে।

৩য়। ঐ জন্যেই তো আপনাদের পার্টির সঙ্গে আমাদের মেলে না। আমাদের পার্টি রক্তাক্তহীন অন্তর্বিপ্লবে বিশ্বাসী।

২য়। দেশের এই দুর্দ্দিনকে জয় করতে হলে চাই রক্ত।

৩য়। কখনো না। আমরা নির্ব্বাচনের ভেতর দিয়ে দেশের এই দুর্দ্দিনকে জয় করব।

২য়। অসম্ভব।

৩য়। নিশ্চয়ই সম্ভব।

২য়। অসম্ভব।

৩য়। নিশ্চয়ই সম্ভব।

(এমন সময় ১ম ব্যক্তির রাগতঃ ভাবে প্রবেশ)

রাজনীতিক। কি ব্যাপার।

১ম। দেখুন তো এটা অন্যায় নয়।

রাজনীতিক। নিশ্চয়ই অন্যায়! কিন্তু কি অন্যায়।

১ম। দেখুন না, দেব দেব বলেও আমাকে কন্ট্র্যাক্টটা দিলে না। আর কাকে দিলে জানেন? যে কেবল ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে অথচ ব্ল্যাক মার্কেটিংএর কিচ্ছু জানে না।

রাজনীতিক। তা এখন আর একটা পার্টি করবেন না আমাদের পার্টিতে যোগ দেবেন।

১ম। না মশাই, আর পার্টি-ফার্টি না। দেশের লোকেরা আর পার্টিতে বিশ্বাস করে না। এবারে ভাবছি ইনডিপেডেন্ট থাকব।

২য়। ইনডিপেডেন্টদের দেশের লোক আর সাপোর্ট করবে না।

১ম। তারা দুদিন বাদে ডিপেডেন্ট হয়ে পড়বে তার জন্যে।

২য়। ইনডিপেন্ডেন্টদের দেশের লোক সাপোর্ট করবে না মানে, আলবৎ করবে। কি মশাই আপনি তো পাবলিক, আপনিই বলুন তো ইনডিপেন্ডেন্টদের দেশের লোক সাপোর্ট করবে না ?

নাট্যকার। আজ্ঞে আমি ঠিক····

১ম। কক্ষনো না। উনি আমাদের পার্টি'কে সমর্থন করবেন।

২য়। কক্ষনো না। উনি আমাদের পার্টি'কে সাপোর্ট করবেন।

৩য়। কক্ষনো না। আমাকে।

[নাট্যকারকে নিয়ে তিনজনে টানাটানি করতে লাগল]

নাট্যকার। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। মানে আমার কথাটা আপনারা শুনুন। আপনারা সকলেই বলছেন আমাকে সাপোর্ট করুন। কিন্তু আপনারা এতগুলো লোক, আর আমি একা, কাকে সাপোর্ট করি বলুন তো ? যদি একটা পার্টি হতো···

রাজনীতিক। একটা পার্টি! অসম্ভব।

নাট্যকার। কেন অসম্ভব!

রাজনীতিক। অতি সহজ কারণে। কারণ আমরা সব জিনিষকেই তর্ক দিয়ে বিচার করি, যুক্তি দিয়ে বুঝি আর বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করি। এ বিষয়ে আমাদের একটা ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা আছে।

২য়। এবং সেই বিশিষ্টতার জন্যে আমরা সুবিধে পেলেই একটা পার্টি করব।

৩য়। যতদিন না মাথা পিছু একটা করে পার্টি হয় ততদিন পার্টি সে করে যাবে।

নাট্যকার। তাহলে আপনারা পার্টিই করুন, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

১ম। অসম্ভব। আপনাকে বলে যেতেই হবে আপনি কাকে সাপোর্ট করেন।

নাট্যকার। কাউকে নয়।

৩য়। কাউকে নয় মানে! জানেন অবাধ নির্ব্বাচন! শিক্ষিত, অশিক্ষিত ধনী, নির্ধন এ দেশের সকলকার ভোট দেবার অধিকার আছে!

নাট্যকার। আজ্ঞে আমি এই পৃথিবীতেই থাকি না।

২য়। আপনি যদি একটি পাগল না হতেন, তাহলেই আমাদের পার্টিকে সমর্থন করতেন।

৩য়। কক্ষনো না আমাদের—

২য়। কক্ষনো না।

১ম। কক্ষনো না। আমাদের—

[সকলে ঝগড়া করতে করতে প্রস্থান করল।]

নাট্যকার। (অসহায় ভাবে) আমাকে ছেড়ে দিন।

রাজনীতিক। ছেড়ে দিতে পারি। তবে একটি টাকার তোড়া দিয়ে যান।

নাট্যকার। টাকা কেন?

রাজনীতিক। অতি সহজ কারণে। কারণ রাজনীতিকরা প্রতি দশমিনিট বক্তৃতা দেবার জন্যে একটি টাকার তোড়া পান। অবশ্য বাইরে বলা হয় এ টাকা দেশের কাজের জন্যে দেওয়া হল। আসলে টাকা রাজনীতিকরা নিজের কাজে লাগান।

নাট্যকার। কিন্তু আমার কাছে তো একটি পয়সাও নেই।

রাজনীতিক। ও:, তাহলে এক্ষুনি সরে পড়ুন।

[নাট্যকার তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল, পট নেমে এল]

পঞ্চম দৃশ্য

[১০ নং বাড়ীর অন্য ঘর। এ ঘরে থাকেন শ্রীধনুঃঙ্কার ধাম্মিক। বয়স ৪২।৪৩। কথাবার্ত্তা বেশ মিষ্টি। কিন্তু ধূর্ত্ততা মুখে চোখে। নাট্যকার সামনে দাঁড়িয়ে।]

ব্যবসায়ী। কি বললেন আপনি নাট্যকার? নাট্যকার মানে তো ঠিক বুঝলাম না। ব্যবসাদার কিনা! লেখাপড়া বিশেষ জানা নেই। মানেটা—

নাট্যকার। এই নাট্যকার মানে যিনি নাটক লেখেন....

ব্যবসায়ী। ওঃ। তা কত লাভ হয় মাসে? বছরে কত ট্যাক্স ফাঁকী দেন? দেখুন আমরা হলাম ব্যবসাদার মানুষ, ফাঁক পেলেই ফাঁকি দিয়ে লাভ করাই আমাদের কাজ।

নাট্যকার। আজ্ঞে এক পয়সাও লাভ নেই।

ব্যবসায়ী। (আশ্চর্য্যের সুরে) বলেন কি মশাই? তাহলে নাটক ছাড়া ছেড়ে দিন। তেঁতুল বিচী বিক্রী করুন। মূলধন কম লাগবে অথচ যথেষ্ট লাভ।

নাট্যকার। দেখুন আমি ব্যবসা করতে আসি নি। এসেছি রঙ্গ দেশ দেখতে।

ব্যবসায়ী। (আগের সুরে) তাহলে আমার কাছে কেন? টাইগার্স রেঞ্জে যান, ছোটবাজারে যান। রঙ্গ দেশের ভাগ্য ঐখানেই কেনা-বেচা হচ্ছে।

নাট্যকার। না মানে, আমি এ দেশের ব্যবসায়ীদের দেখে একটা নাটক লিখব।

ব্যবসায়ী। তাহলে তো মশাই আপনার এক পাতাও লেখা হবে না। কারণ এ দেশের লোকেরা ব্যবসা করে না, চাকরী করে। (হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে) ওহে নিবারণ শোন, শোন····

[নিবারণ ঢুকল]

ব্যবসায়ী। বলি কি শুনছি হে,····তুমি নাকি কাঁকরের কারবার ছেড়ে দিলে!

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ স্যার।

ব্যবসায়ী। বেশ করেছো বুঝলে না আজকাল কাঁকরের সাইজটা বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছিল। লোকের ভাত খেতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। তা লোকের সুবিধে অসুবিধে এগুলোও তো আমাদের দেখতে হবে। বলি ব্যবসা করতে বসেছি বলে তো আর ধর্ম্মটা খোয়াতে পারি না।

নাট্যকার। (উত্তেজিত সুরে) আপনারা চালে কাঁকর মেশাতেন?

ব্যবসায়ী। এখনও মেশাই। তবে ভাগটা একটু কমিয়ে দিয়েছি এই যা··

নিবারণ। তা স্যার সোপষ্টোন কবে নাগাদ দরকার?

ব্যবসায়ী। হাঁ ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ হে। দেখ নিবারণ ময়দার বাপু আর সোপষ্টোন দেওয়া চলে না। লোকে বলছে ওতে নাকি ময়দা বড় শক্ত হয়ে যায়। লোকের খেতে বড় কষ্ট হয়। তা লোকের সুবিধে অসুবিধে এ গুলোও তো দেখতে হবে। বলি ব্যবসা করতে নেমেছি বলে তো আর ধর্ম্মটা খোয়াতে পারি না। তারা···তারা···

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ তাতো বটেই।

ব্যবসায়ী। তাই ভাবছি ময়দায় এবার তেঁতুল বিচী গুঁড়ো করে দেব।

নাট্যকার। (লাফিয়ে উঠে) আপনারা ময়দায় তেঁতুল বিচী গুঁড়ো করে দেবেন। লোকে ঐ খেয়ে মারা পড়বে যে।

ব্যবসায়ী। আহা লোকে তো মরবেই। দুটো দিন আগে আর পরে এই যা—

বসুন—বসুন, কাজের কথা হচ্ছে, বিরক্ত করবেন না। হাঁ দেখ নিবারণ তোমার নামে বাপু ভীষন কতগুলো অভিযোগ আসছে। তোমার ঐ যে ওষুধের কারবার আছে না—

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ। বুঝলেন স্যার, এবারে তিন তিনটে নামকরা কম্পানীর ওষুধ এই শর্ম্মা বাজারে ছাড়ছে। শিশিতে বলুন, লেবেলে বলুন, প্যাকিংএ বলুন, কোন শর্ম্মা ধরে যে আসল না নকল—

ব্যবসাদার। তা বেশ বেশ, তবে শুনলুম কিনা যে তুমি ইনজেকসনের শিশিতে একেবারে পুকুরের পচা জল ভরে দিচ্ছো?

নিবারণ। কি করবো স্যার, হাতের ডাক্তারগুলো বলছেন যে ওষুধ আরও সস্তায় দিতে হবে। রুগীও মারব অথচ লাভ কম হবে এতো হতে পারে না তাই—

ব্যবসাদার। তা বেশ তো, তাই বলে একেবারে পচা জল দিতে হবে?

নিবারণ। জল তো আর পচিয়ে দি না স্যার, পচা জল কল থেকেই পাই। তাই—

ব্যবসাদার। আহা, তাহলে জল একটু গরম করে দিলেই পার! বলি রুগী যখন সেত মরবেই। তা বলে মরবার সময় যাতে একটু কষ্টটা কম হয় সেদিকে তো আমাদের দেখতে হবে। এ্যাঃ, বলি ব্যবসা করতে নেমেছি বলে তো আর ধর্ম্মটা খোয়াতে পারি না—তারা, তারা—তা তোমার মাদুলীর ব্যবসা কেমন চলছে হে!

নিবারণ। আজ্ঞে স্বপ্নে পাওয়া মাদুলীর ব্যবসা এ দেশে চলবে না, কি যে বলেন?

ব্যবসাদার। তা লাভ কেমন?

নিবারণ। তা মন্দ কি স্যার। মাদুলী পিছু বিজ্ঞাপন নিয়ে খরচ চার পয়সা, আর বিক্রী করি দশ টাকায়—

ব্যবসাদার। তা বেশ—বেশ।

নিবারণ। এ শুধু স্যার আপনার দয়া—

ব্যবসাদার। না, না আমি কে? সবই ওঁর দয়ায়। ওঁর ওপর ভরসা রেখো। চুরিই করো আর যচ্চুরিই করো, ধর্ম্মে মতি রেখো—সময় সুযোগ মেলেই তাঁকে ডেকো। তারা—তারা—

নিবারণ। তাঁকে তো রাতদিনই ডাকছি। কত করে বলছি মা যুদ্ধটা লাগিয়ে দাও, কিন্তু লাগাতে লাগাতেও লাগাচ্ছেন না?

ব্যবসাদার। লাগাবেন, লাগাবেন, নিশ্চয়ই লাগাবেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা মা নিশ্চয়ই পূরন করবেন।

নিবারণ। তবে দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে স্যার, লোকে আর মাকে তেমন বিশ্বাস করে না।

ব্যবসাদার। আহা লোকে না করুক। তুমি করো। মার দয়াতেই সব সম্ভব হচ্ছে। নইলে চোরাকারবারের এমন সুযোগ ব্যবসাদাররা কখনো পেয়েছে? বলি ভেজালের জাল যত পারো ছড়াও—আর লুটে নাও—তারা—তারা—। তুমি আছ বলেই আমি আছি।

হাঁ, এই পাঁচ টাকা নিয়ে যাও…কালিঘাটে গিয়ে আমার নামে প্রণামী দিয়ে এসো।

(নিবারণ প্রস্থানোদ্যত)

আর দেখো, চিঁড়িয়াতলায় আমার যে মন্দিরটা আছে না, দেখো ত কত টাকা প্রণামী জমা হল, একটু গুণে গেঁথে নিয়ে এস….হাঁ আর একটা কাজ করো বুঝলে হে….বাসতলায় যে বটগাছটা আছে না তার তলার মাটিটা একটু খুঁড়ে একটা পাথর বসিয়ে দিয়ো।….

নিবারণ। মন্দির করবেন বুঝি স্যার!

ব্যবসায়ী। হাঁ ভাবছি আমার সাত নম্বর মন্দিরটা ঐখানেই বসাব—বুঝলে

না বুড়ো বয়সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঐ মন্দিরের ব্যবসা নিয়েই থাকব তারা—তারা—হাঁ দেখো, একটু সদাশিবকে ডেকে দিয়ে যেও।

[নিবারণ প্রস্থান করল]

নাট্যকার। মন্দির নিয়ে আপনারা ব্যবসা করেন ছি: ছি:····

ব্যবসায়ী। ছি: ছি:ই করুন আর যাই করুন, বিনা মূলধনে অমন ব্যবসা আর হয় না। শুধু একটা পাথর জোগাড় করতে যা খরচা আর একটাবার স্বপ্ন পাওয়া····ব্যস তাহলেই হয়ে গেল····তারা···কালি····তুমিই সব···· তুমিই করাচ্ছ···আমি করছি····আমি কে····

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদাশিব। আমাকে ডেকেছেন স্যার !

ব্যবসায়ী। (কৃত্রিম রোষে) না: তোমার সঙ্গে দেখছি আর ব্যবসা করা চললো না। বলি আমার শেয়াল কাঁটা এসে এখনও হাজির হলো না কেন ?

নাট্যকার। শেয়ালকাঁটা ! শেয়ালকাঁটা লোকে কেনে কেন ?

ব্যবসায়ী। আঃ মশাই, আপনি থামুন তো। চালে কাঁকর মেশাই কেন ? শেয়ালকাঁটা কিনি কেন ? ময়দায় তেঁতুল বীচি গুঁড়ো করে দিই কেন ? অত খোঁজে আপনার কি দরকার। ভঙ্গ-দেশ দেখতে এসেছেন। দেখে চলে যান। (স্বাভাবিক সুরে) হাঁ তা দেখ তোমার শেয়ালকাঁটা গুলো সুবিধের হচ্ছে না। একসের থেকে একপো রসও বেরোয় না।

সদাশিব। কেন স্যার আমাদের শেয়ালকাঁটা তো খুব ভালো। ঐ তো মূলচাঁদ, ধরমচাঁদ, কিষানচাঁদ এণ্ড কোংকে তিন তিন ওয়াগান সাপ্লাই করলাম। তাঁরা তো বলছেন আমাদের শেয়ালকাঁটা নাকি সেরে আধসের দিচ্ছে।

ব্যবসায়ী। না বাপু, ঐ তো ন' কড়ি বলছিল যে সে নাকি এমন শেয়াল

কাঁটার রস সাপ্লাই করতে পারে যার সঙ্গে খাঁটি সরষের তেল মেশাতেই হবে না। অথচ বাজারে সরষের তেল বলে চলে যাবে।

সদাশিব। আচ্ছা স্যার, এবার থেকে আরও ভালো জিনিষ দেব।.... (আনন্দিত সুরে) স্যার, এবার না এই শর্ম্মা এমন গাওয়া-ঘি এসেন্স বার করেছে যে একটিন বনস্পতির সঙ্গে খালি এক ফোঁটা ছিটিয়ে দেবেন, ব্যস একেবারে খাঁটি গাওয়া ঘি বনে যাবে!

ব্যবসায়ী। তাই নাকি! তাহলে হাজার দুয়েক বোতল আমার ঘিয়ের কারখানায় পাঠিয়ে দিও।

সদাশিব। তবে স্যার এ কারবার বেশীদিন চলবে না।

ব্যবসায়ী। (আগ্রহের সঙ্গে) কেন?

সদাশিব। ঘি খাওয়া লোকে ভুলে যাচ্ছে স্যার। দেখবেন আমাদের ছেলে পিলেদের বইতে লেখা থাকবে 'পূর্ব্বেকার যুগের মানুষেরা ঘৃত নামক এক পদার্থ ভক্ষন করিত।'

ব্যবসায়ী। (হাসতে হাসতে) বাঃ বেশ বলেছ হে! তবে তার জন্যে ভেবো না আমাদের ছেলে মেয়েরা বনস্পতিতেই ভেজাল দিতে শিখবে। দুঃখু রয়ে গেল সদাশিব বনস্পতিতে ভেজাল দিতে পারলাম না। তারা.... কালি....তোমার ইচ্ছায় পূর্ণ হোক।

[জনৈক কোর্ট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন হাতে একটা ফাইল নিয়ে]

ইনসপেকটার। আমি ভেজাল নিবারণী দপ্তর থেকে আসছি।

ব্যবসায়ী। (তাড়াতাড়ি) কি সৌভাগ্য, আপনি!

ইনসপেকটার। দেখুন আপনার বিরুদ্ধে কতকগুলো সিরিয়াস রিপোর্ট গেছে। আপনি অত্যন্ত ভেজাল চালাচ্ছেন। তাই আপনার গো-ডাউন ইন্‌সপেকশান করবার অর্ডার এসেছে।

ব্যবসায়ী। (তৎক্ষণাৎ বিনয়ে গলে গিয়ে) তাই নাকি ? আপনি ভেজাল নিবারন দপ্তর থেকে আসছেন ? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইন্‌সপেকসান করবেন বৈকি ? খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। বসুন, বসুন ! একটু চা জল খাবারের ব্যবস্থা করি। (ইনসপেকটার আপত্তি করতে) না, না, আপনার কোন আপত্তি আমি শুনছি না। ওহে সদাশিব সিগারেট দাওনা। (সদাশিব তাড়াতাড়ি সিগ্রেট দিল) এক গ্লাস সরবৎ আনি ? আর পুডিং দুটো ! (ইনসপেকটার আবার আপত্তি করলো) আহা তাতে কি হয়েছে ? এতখানি কষ্ট করে এলেন ! ওহে সদাশিব দাঁড়িয়ে দেখছ কি ! যাও নিয়ে এস ! গোটা আষ্টেক ডিম সন্দেশ, আর ফুল কপির সিঙ্গাড়া, যাও।···হাঁ যাও····(সদাশিব চলে গেলে ব্যবসায়ী নিজেই ইনসপেকটারকে হাওয়া করতে লাগল) আচ্ছা এইবার বলুন তো আপনি কি—

ইনসপেকটার। দেখুন আপনার এগেনষ্টে চার্জ্জ গেছে যে····

ব্যবসায়ী। দেখুন কি গেছে আর বলতে হবে না। কিন্তু স্যার আপনারাও যদি ঐ কথা বলেন তাহলে যাই কোথায় ? বলতে গেলে আপনারা পেছনে আছেন বলেই তো আমরা ভরসা পাই।

ইনসপেকটার। কিন্তু আমরা কি করি বলুন ? পাবলিক যে বড্ড চাপ দিচ্ছে।

ব্যবসায়ী। এটা স্যার আপনার কি রকম কথা হল ? আপনারা তো আর পাবলিক সারভেণ্ট নন। পাবলিকই আপনাদের সারভেণ্ট।

ইনসপেকটার। তাহলেও তাদের দিকটাও তো একটু দেখতে হবে।

ব্যবসায়ী। নিশ্চয়ই দেখতে হবে। কিন্তু আমাদের রেখে দেখুন।

ইনসপেকটার। (একটু ইতঃস্তত: করে) আমাদের রাখলে আপনাদের রাখবো বৈকি ?

ব্যবসায়ী। রাখবো বৈকি, নিশ্চয়ই রাখব। আপনাদের রাখব না কি যে বলেন? প্রতি মাসে এক হাজার টাকা আপনার অফিসের জন্যে রাখা থাকে।

ইনসপেকটার। সেটা ওপরতলাতেই শেষ হয়ে যায়। একতলা পর্য্যন্ত আর পৌঁছয় না।

ব্যবসায়ী। এই কথা নোট বার করে) এই নিন।

ইনস্পেকটার টাকা নিয়ে পকেটে রাখল]

তাহলে রিপোর্টে দিয়ে দেবেন ইনস্পেকসান করে কিছু পাওয়া গেল না।

ইনসপেকটার। সে জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না।

ব্যবসায়ী। আর একটা কথা, আমার মিলের যে মোটা ধুতিটা বেরোচ্ছে না সেটায় এই পাতলা কাপড়ের ছাপ মেরে দিতে হবে।

ইনসপেকটার। আচ্ছা চেষ্টা করবোখন।

ব্যবসায়ী। ওতেই হবে। আপনারা চেষ্টা করলে কি না হয়। তা বলছিলাম কি লিখে দেবেন ইনস্পেকসান করে কিছু পাওয়া যায় নি।

নাট্যকার। (উত্তেজিত স্বরে) আপাত ইনসপেকসান না করেই লিখে দেবেন যে কিছু পাওয়া যায় নি।

ইনসপেকটার। (বিরক্তির স্বরে) কে এই ভদ্রলোক!

ব্যবসায়ী। পাগল।

ইনসপেকটার। ওঃ।

নাট্যকার। (আরও উত্তেজিত হয়ে) আমি পাগল! না আপনারা পাগল। আপনারা বিশ্বাসঘাতক! আপনাদের না আবার দেশের লোক বিশ্বাস করে।

ব্যবসায়ী। (মৃদু হেসে) শুনুন স্যার শুনুন মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে। পাগলের মত কথা কিনা?

ইনসপেকটার। এ রকম লোককে ঘরে রাখবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন। বিদেয় করে দিন। নয়ত রাজধানীতে পাঠিয়ে দিন কারন ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ার হবার পর থেকে পাগলরা সব ঐখানেই ট্র্যান্সফার হয়ে গেছেন।

ব্যবসায়ী। আর বলবেন না স্যার, কোথেকে যে এসে জুড়ে বসেছে কে জানে? চলুন স্যার, একটা ট্যাক্সি ডেকে দি আপনার জন্যে।

[ব্যবসায়ী ও ইনসপেকটার চলে গেল। নাট্যকার আপন মনে বকতে বকতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মঞ্চের আলো নিভে গেল। একটু পরে মঞ্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল অনিমেষ (নাটকের নাট্যকার) ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভুল বকছে। অনিমেষের কয়েকজন বন্ধু ঢুকল। এদের অনেককে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে।]

১ম। কি ব্যাপার অনাটা অমন করছে কেন?

অনিমেষ। (তেমনিভাবে) আমি পাগল! না তোমরা পাগল।

২য়। (অনিমেষের গা ঠেলে) অনা! এই অনা!

অনিমেষের ঘুম ভেঙে যেতেই ধড় মড়িয়ে উঠে বসল]

অনিমেষ। এ্যাঃ! তোরা!

৩য়। আজ্ঞে, হাঁ আমরা। তা অমন পাগল পাগল বলে চীৎকার করছিলি কেন?

অনিমেষ। কেন আবার! একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম।

১ম। কি স্বপ্ন রে!

অনিমেষ। স্বপ্ন হলেও সব সত্যি বলে মনে হবে। শুনবি?

২য়। বল না, তবু তো সময়টা কাটানো যাবে।

অনিমেষ। তাহলে সবাই বোস, বলছি।

[সকলে অনিমেষকে ঘিরে বসল অনিমেষ বলতে শুরু করল]

অনিমেষ। বাড়ীটা দশ নম্বর…

[ধীরে ধীরে পট নেমে এল]

